

# এবার স্বচ্ছ দৃষ্টি

কারণ

বিশ্ব বিখ্যাত আমেরিকার  
**AMO ফ্যাকো মেশিন**

এখন

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে



## কেন ফ্যাকো করবেনঃ

- শক্ত, নরম বা বিভিন্ন ছানি সহজেই অপারেশন উপযোগী।
- প্রচলিত ফ্যাকো মেশিনের তুলনায় আল্ট্রাসাউন্ড খুবই কম ব্যবহৃত হয় যা কর্নিয়াকে নিরাপদ রাখে।
- অপারেশনের পরের দিন থেকেই স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসে।
- অতি দ্রুত অপারেশন শেষ করা যায়।
- দ্রুত আরোগ্য লাভ করে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়া যায়।
- ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশের বিখ্যাত ফ্যাকো সার্জনগণ এখন নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ফ্যাকো অপারেশন করে থাকেন।

## ফ্যাকো কিঃ

এটি একটি সহজ অপারেশন। একটি ছোট ছিদ্রের (২.২-২.৮ মি. মি.) মাধ্যমে পেনসিলের মাথার মত সূক্ষ্ম একটি প্রোভ ঢুকিয়ে ছানি পড়া লেন্সটিকে ভেঙ্গে টুকরো করে ঐ প্রোভের মধ্য দিয়ে বের করে আনা হয় এবং ছানি পড়া লেন্সের জায়গায় একটি কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়। এই অপারেশন করতে মাত্র ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে। কৃত্রিম লেন্সটি আবার স্বাভাবিক লেন্সের মতো কাজ করবে। নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে আছে বিশ্ব বিখ্যাত **AMO** ফ্যাকো মেশিন। যার দ্বারা খুব সহজেই চোখের ছানীর অপারেশন করা হয়।



## ছানি কি?

আমাদের চোখের ভিতরে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত একটি স্বচ্ছ লেন্স থাকে যার মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি চোখের ভিতরে প্রবেশ করে, যখন এই স্বচ্ছ লেন্সটি ঘোলা/অস্বচ্ছ হয়ে যায় তখনই তাকে ছানি পড়া বলে।

স্বাভাবিক দৃষ্টি



ছানি পড়া দৃষ্টি



## ছানি পড়ার কারন :

- বয়স জনিত
- দুর্ঘটনা/আঘাত জনিত
- ডায়াবেটিস জনিত
- জন্মগত
- দীর্ঘ দিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের কারনে

## ছানি হওয়ার লক্ষন :

- কোন বস্তুকে ঘোলা দেখা
- কোন বস্তুকে একের বেশি দেখা
- চোখের মনির রং পরিবর্তন হওয়া
- চোখের উপর পর্দার মত বোধ হওয়া
- সবধরনের রংয়ের পার্থক্য না বোঝা
- দূরের বস্তুকে অস্বস্তিকর মনে হওয়া

## ছানির চিকিৎসাঃ

ছানির একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন। আর এই অপারেশনের জন্য আধুনিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে অপারেশন করা হয়।

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ঢাকা থেকে আগত দেশের বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জনগন ছানি সহ চোখের বিভিন্ন অপারেশন করে থাকেন।

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে বিগত ৭ বছরে ২০,৫০০ রোগীর ছানি অপারেশন সহ এক লক্ষ চক্ষু রোগীকে বর্হিঃ বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে।



নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে আছে জাপানী প্রযুক্তির Topcon ব্রান্ডের অত্যাধুনিক Slit lamp এবং Auto refractometer সমৃদ্ধ অফথালমিক Unit যেখানে বসিয়ে বর্হিঃ বিভাগে চক্ষু রোগীদের চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।



জাপানী প্রযুক্তির সর্বাধুনিক OMS-90 মাইক্রোস্কোপ। যার সাহায্যে নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চোখের ছানি, গ্লুকোমা, মাংস বৃদ্ধিসহ চোখের জটিল সব অপারেশন করা হয়।



নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্মত অত্যাধুনিক জাপানী প্রযুক্তির OMS-90 মাইক্রোস্কোপ সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত আধুনিক দুইটি অপারেশন থিয়েটার যেখানে ঢাকা থেকে আগত দেশের বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জনরা চোখের ছানি, নেত্রনালী সহ চোখের অন্যান্য অপারেশন করে থাকেন।



কোরিয়ার তৈরী - কম্পিউটারাইজড Huvitz কোম্পানির সর্বাধুনিক Auto refractometer যা দিয়ে নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চোখের পাওয়ার মাপা হয় এবং কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে চোখের চশমার পাওয়ার প্রদান করা হয়।

মানুষের দেহে যেমন রক্তের প্রেসার থাকে ঠিক তেমনি চোখেরও প্রেসার থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক চোখের প্রেসার হলো ১০ থেকে ২০, চোখের প্রেসার বেশী হলে তাকে সাধারণত গ্লুকোমা বলে যা অন্ধত্বের একটি কারন। চোখের প্রেসার ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য **নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে** যুক্ত করা হয়েছে জাপানী **CT-800 Tonometer** যার দ্বারা চোখে কোন স্পর্শ করা ছাড়াই কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে চোখের প্রেসার বা চাপ নির্ণয় করা হয় এবং সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।



**নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে** সংযুক্ত করা হয়েছে আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত **DGH 6000 USB "A-Scan"** যা দিয়ে চোখের ছানি অপারেশনের আগে চোখের লেন্সের পাওয়ার মাপা হয় এবং চোখের রেটিনার বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়।

অত্যাধুনিক জাপানী **ACP-8** অটো চার্ট প্রজেক্টর যার মাধ্যমে **নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে** বর্হিঃ বিভাগে চক্ষু রোগীদেরকে **Vision Test** করা হয়।



**নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতাল**  
**Nizam-Hasina Foundation Hospital**

উকিলপাড়া, ভোলা সদর, ভোলা।  
ফোনঃ ০৪৯১-৬১২৫৫, মোবাইলঃ ০১৭৬১-৮৩৬৭৭৭  
●●●●●●●●●● Serving Humanity